# খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

**সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক এর ১২ই জুন, ২০১৫ তারিখে বায়তুল ফুতুহ্ লণ্ডন এ প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ**

**খোদার নিয়ামত রাজিকে স্মরণ করা এবং এর উল্লেখ করা পূর্বে চেয়ে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়। আর এই বিষয়টিই মু'মিনদের হৃদয়ে খোদার ভালোবাসা সৃষ্টি করে। তাঁর এতায়াত এবং আনুগত্যের এক প্রেরণা, এক আবেগ এবং উচ্ছ্বাস সৃষ্টি হয় যেন এর কল্যাণে খোদার কৃপা এবং নিয়ামত রাজির মাত্রা এবং পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পায়। অতএব জার্মানীর জলসা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে যেভাবে খোদার কৃপা বর্ষিত হয়েছে আর যেভাবে ইসলাম আহমদীয়াতের বাণী এ দিনগুলোতে ব্যাপক পরিসরে এবং ব্যাপক এলাকায় ছড়িয়েছে এটি আমাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করে যে, খোদার এ সমস্ত নিয়ামতরাজির উল্লেখ করা উচিত। আর বিশেষ করে জার্মানী জামাতের অনেক বেশি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত আর এই ফযল এবং কৃপারাজির জন্য খোদার দরবারে আরো বেশি বিনত হওয়া উচিত যেন তাঁর ফযল এবং কৃপাবারির মাত্রা আরও বর্ধিত হয়।**

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, স্মরণ রেখো! মানুষের সর্বদা এবং সর্বাবস্থায় দোয়ায় রত থাকা উচিত। আর দ্বিতীয়তঃ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ নির্দেশের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। তিনি (আ.) বলেন, খোদা প্রদত্ত নিয়ামতের কথা বর্ণনা করা উচিত। এর ফলে খোদার ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় এবং তাঁর এতায়াত ও আনুগত্যের জন্য এক আবেগ ও উচ্ছ্বাস এবং প্রেরণা জাগে। খোদার কৃপারাজির দৃশ্য আমরা প্রতিদিনই দেখি। আর এটি খোদার কৃপা এবং নিয়ামতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণকারী হওয়া উচিত এবং এর ফলে খোদার ভালবাসাও বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। কিন্তু আমি যখন সফরে বা ট্যুরে যাই তখন খোদার ফযল এবং কৃপা বহু গুণ বর্ধিতরূপে প্রকাশ পায়। আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় অনুগ্রহে বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে আশীষ মন্ডিত করেন আর তবলীগ এবং ইসলামের সত্যিকার বাণী অগণিত মানুষের কর্ণগোচর হয় এবং মানুষের ওপর এর ইতিবাচক প্রভাবও পড়ে। সম্প্রতি আমি যখন জার্মানী সফরে যাই তখন আসল উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীর সালানা জলসায় অংশগ্রহণ করা কিন্তু একই সাথে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং এমনসব উপলক্ষ্য সৃষ্টি করেন যা ইসলামের প্রকৃত পরিচিতি এবং শিক্ষাকে মানুষের সামনে তুলে ধরার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেভাবে বলেছেন যে, মানুষের সর্বাবস্থায় দোয়ার ওপর দৃষ্টি থাকা উচিত। নিশ্চয় এটি ছাড়া আমাদের একটি পদক্ষেপ নেয়াও অসম্ভব বা একদন্ডও চলতে পারে না। বিশুদ্ধ চিত্তে আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সেই তৌফিক দিন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরও বলেন, দোয়ার মাধ্যমে যদি খোদার কৃপাবারি বর্ষিত হয় বা খোদা তা'লা স্বীয় গুণাবলির বিকাশ ঘটিয়ে যদি আমাদের দোয়া এবং প্রচেষ্টার চেয়ে বহুগুণ বর্ধিত ফসল দান করেন তাহলে খোদার নিয়ামত রাজিকে স্মরণ করা এবং এর উল্লেখ করা পূর্বে চেয়ে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়। আর এই বিষয়টিই মু'মিনদের হৃদয়ে খোদার ভালোবাসা সৃষ্টি করে। তাঁর এতায়াত এবং আনুগত্যের এক প্রেরণা, এক আবেগ এবং উচ্ছ্বাস সৃষ্টি হয় যেন এর কল্যাণে খোদার কৃপা এবং নিয়ামত রাজির মাত্রা এবং পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পায়। অতএব জার্মানীর জলসা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে যেভাবে খোদার কৃপা বর্ষিত হয়েছে আর যেভাবে ইসলাম

আহমদীয়াতের বাণী এ দিনগুলোতে ব্যাপক পরিসরে এবং ব্যাপক এলাকায় ছড়িয়েছে এটি আমাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করে যে, খোদার এ সমস্ত নিয়ামতরাজির উল্লেখ করা উচিত। আর বিশেষ করে জার্মানী জামাতের অনেক বেশি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত আর এই ফযল এবং কৃপারাজির জন্য খোদার দরবারে আরো বেশি বিনত হওয়া উচিত যেন তাঁর ফযল এবং কৃপাবারির মাত্রা আরও বর্ধিত হয়।

মানুষের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করা খোদার ফযল ছাড়া সম্ভব নয়। খোদার ইচ্ছা যদি না হয় তাহলে মানুষ অন্যের মন জয় করতে পারে না। মানুষ শত চেষ্টা করলেও খোদার ইচ্ছা যদি না থাকে তাহলে কোন বার্তা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় না। অনেক সময় সুবক্তাদের বক্তৃতাও কোন প্রভাব বিস্তার করে না। কিন্তু একটি সহজ ও বোধগম্য সাদামাটা বক্তৃতাও মানুষকে প্রভাবিত করে। এর দৃশ্য আমরা জলসায় দেখেছি। যে সকল অ-আহমদী অতিথি জলসায় অংশগ্রহণ করেছেন তাদের অভিব্যক্তিতে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এখন আমি আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্তভাবে এর উল্লেখ করছি। জার্মানীতে খোদা তা'লার বিশেষ কৃপায় পূর্ব ইউরোপ এবং প্রতিবেশী বিভিন্ন দেশ থেকে অনেকেই জলসায় অংশগ্রহণের জন্য এসেছেন। অনেক অ-আহমদী এবং অমুসলিমরা হয়ে থাকে যারা আহমদীদের সাথে সম্পর্কের কারণে সত্য জানার জন্য চলে আসেন। আর এরপর যুগ ইমামের দাসদের মাঝে অবস্থানকালে তাদের হৃদয়ে এমন ইতিবাচক প্রভাব পড়ে যে, তারাও এর অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায় এবং বয়াত করে নেয়।

আলবেনিয়া থেকে ষোল সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল এসেছিল। তাদের দু'জন জলসার কার্যক্রম দেখে বয়াতও করেন। এক বন্ধু আরভিন জিপা সাহেব নিজ স্ত্রী সহ জলসায় অংশ গ্রহণ করেন। তাদের উভয়ে আইন ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত। তিনি স্বয়ং আহমদী কিন্তু তার স্ত্রী জলসায় অংশ গ্রহণের পূর্বে আহমদী ছিলেন না। আলহামদুলিল্লাহ্ জলসায় অংশ গ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে সাক্ষাতের পর তিনি বয়াত করেন। তিনি বলেন যে, জলসার অভিজ্ঞতা অসাধারণ ছিল যাতে তিনি ভালবাসা, নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা ও নিঃস্বার্থ সেবার দৃষ্টান্ত দেখেছেন।

অপর এক বন্ধুর নাম হলো ইবরাহীম তুর্শিলাহ্। সাক্ষাতের সময় তিনি ঘোষণা করেন যে, আমিও আহমদীয়াত গ্রহণ করছি আর বয়াত করেন এবং জামাতভূক্ত হন। তিনি বলেন যে, এই সিদ্ধান্ত নিতে আমার অনেক দেরী হয়ে গেছে কিন্তু তাসত্ত্বেও আজ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে আমি জামাতভূক্ত হচ্ছি এবং এটি আমার সম্পূর্ণ সঠিক সিদ্ধান্ত।

কসোভো থেকে এক ভদ্রলোক এসেছেন তার নাম হলো আগ্রাউন সাহেব। তিনি বলেন আমি গত বছরও জলসায় এসেছিলাম কিন্তু এবার জলসার ব্যবস্থাপনায় গত বছরের তুলনায় অসাধারণ বিস্তৃতি এবং উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে।

মেসিডোনিয়া থেকে আগত এক অতিথি বলেন, জলসায় যোগদান করে বিভিন্ন স্মৃতি নিয়ে ফিরে যাচ্ছি। জলসার ব্যবস্থাপনার কাজ এমন যে, কোন প্রতিষ্ঠানের কাছেই এ কাজ সহজসাধ্য নয় বরং আমি বলব পৃথিবীর একটি বড় দেশও এই মানের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে পারবে না।

এরপর মেসিডোনিয়ার এক ভদ্রলোক বলেন, জীবনে প্রথমবার এত ভাল লোকের সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে। ইসলামের বাণী আমাকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছে যা আমি এখানে পেয়েছি। মেসিডোনিয়া থেকে আগত এক মেহমান বলেন জলসায় প্রথম বার অংশগ্রহণ করেছি আর সবকিছু ছিল আমার জন্য নতুন। আমি এটি জানতাম না যে, ইসলামে মুসলমানদের মাঝে এমন জামাতও আছে। মেসিডোনিয়ার প্রতিনিধি দলের এক সদস্য দ্রাগান সাহেব। তিনি বলেন, প্রথমবার মুসলমানদের এত কাছ থেকে জানা ও বুঝার সুযোগ হয়েছে। এমন বক্তৃতা শুনেছি যা ইসলামী শিক্ষা সংক্রান্ত ছিল। এখানে মুসলমানরা আমাদেরকে এমনভাবে স্বাগত জানিয়েছে যেন তারা আজন্ম আমাকে জানে।

বসনিয়ার এক ব্যক্তি বলেন, পূর্বে জামাতের সাথে তার সম্পর্ক তত দৃঢ় ছিল না কিন্তু জামাতে আহমদীয়ার ইমামের সাথে সাক্ষাতের পর তার মাঝে এক অসাধারণ পরিবর্তন এসেছে। আর জামাতের জন্য বিশেষ করে খলীফাতুল মসীহ্‌র জন্য তার হৃদয়ে শ্রদ্ধাবোধ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

অপর একটি প্রতিনিধি দল ছিলো ক্রোয়েশিয়ান। তাদের এক সদস্য ইয়াসিপা সাহেব বলেন, জলসা সালানায় আসার পূর্বে জামাতের বর্তমান নেতার পুস্তিকা "ওয়ার্ল্ড ক্রাইসিস এন্ড পাথ ওয়ে টু পিস" পড়েছি। একইভাবে ২০১৪-১৫ সনে শান্তি সংক্রান্ত সিম্পোজিয়ামে খলীফাতুল মসীহ্ প্রদত্ত উভয় বক্তৃতাও আমি পাঠ করেছি। আমার ধারণা ছিল যে, জামাতের নেতা কিছু বিষয়ে কঠোর অবস্থান রাখেন এবং কঠোর প্রকৃতির হবেন কিন্তুসাক্ষাতের পর এই ধারণা উবে যায়। এরপর তিনি জামাত সম্পর্কে আরও গভীর অনুসন্ধান আরম্ভ করেন।

হাঙ্গেরির এক বন্ধু মেযেই সাহেবও জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি পুলিশ বিভাগের বিভিন্ন পদে কাজ করেছেন। তিনি খৃষ্ট ধর্মের অনুসারী। তার আবেগ অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেন, ছোট বড় সকলেই পরস্পরকে সালাম করছিল এবং ভালবাসার সাথে সাক্ষাত করছিল। এদের ভাষাতো বুঝতে পারিনি কিন্তু তাদের চেহারার অভিব্যক্তি থেকে এটি স্পষ্ট ছিল যে, এরা ভালবাসা বিতরন করছে। আমি সারা পৃথিবী দেখেছি। পূর্ব থেকে পশ্চিমে কোথাও এমন দৃশ্য দেখিনি।

এরপর হাঙ্গেরির-ই গ্যাবর পিটার সাহেব যিনি ইহুদী ধর্মের অনুসারি তার সম্পর্কে আমাদের মুবাল্লিগ সাহেব বলেন যে, জলসায় অংশগ্রহণের পূর্বে তার সাথে যখন ইসলাম ও ইহুদীয়াত সম্পর্কে কথা হতো তখন প্রায় সময় তিনি কুটতর্কে লিপ্ত হতেন। কিন্তু তার সাথে যখন আমার অর্থাৎ হুযূরের সাক্ষাত হয় তখন তিনি বলেন যে, হাঙ্গেরিতে জামাতের যে কোন বিষয়ে কোন সাহায্যের প্রয়োজন হলে তিনি সহযোগিতা করবেন। তো খোদা তা'লা মানুষের মাঝে এভাবে পরিবর্তন সৃষ্টি করেন।

এরপর জার্মানীতে সোলেমান সাহেব নামে এক বন্ধু রয়েছেন। সেন্ট্রাল রিপাবলিক অফ আফ্রিকার সাথে তার সম্পর্ক। তিনি বলেন, জলসার আমন্ত্রণনামা পাওয়ার পর আমার ধারণা ছিল যে, পঞ্চাশ বা একশত মানুষের কোন তবলীগি অধিবেশন হবে, কিছু আলোচনা হবে আর খাদ্য ও পানীয় থাকবে, এরপর সবাই ঘরে ফিরে যাবে। কিন্তু এখানে আসার পর আমার দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি পালটে গেছে। সহস্র সহস্র মানুষ এখানে সমবেত হয়েছে। জলসার যাদুকরী দৃশ্যের এই প্রভাব আমি এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি। এখানকার প্রতিটি জিনিস যাদুকরী। আপনাদের তবলীগ করার ধরণই পৃথক। যদি এভাবে তবলীগ করা হয় তাহলে কোন দূর্ভাগাই হবে যে এটিকে অস্বীকার করবে।

মন্টিনিগ্রো থেকে আগত এক ব্যক্তি রাগেব সুপতাফি সাহেব বলেন, আমি বিভিন্ন বক্তৃতা শুনেছি এবং ব্যবস্থাপনা দেখেছি এক কথায় সব কিছু অসাধারণ ছিল।

অনুরূপভাবে রাগেব সাহেব আরও বলেন, মন্টিনিগ্রোতে মুসলমানদের মাঝে সাধারণভাবে একথাই প্রচলিত যে জামাতে আহমদীয়া নাঊযুবিল্লাহ্ মহানবী (সা.)-কে মানে না। কিন্তু যে ব্যক্তি জামাতকে কাছে থেকে দেখে তার সামনে তাৎক্ষনিকভাবে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটি সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা যা মৌলভীরা সেখানে ছড়িয়ে রেখেছে।

এরপর মরক্কোর এক বেলজিয়ান নাগরিক বলেন যে, আমি আমার আবেগ বা অভিব্যক্তি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। এমন আধ্যাত্মিক দৃশ্য আমার হৃদয়ের গভীরে প্রভাব বিস্তার করেছে। এখানে ইসলামের প্রকৃত চিত্র আমার চোখে পড়েছে।

একজন জার্মান বন্ধু হেকোফ্রেঙ্কেল সাহেব বলেন, আহমদীয়াত সম্পর্কে জানার এটি আমার প্রথম সুযোগ ছিল। এরপর আমার সম্পর্কে অর্থাৎ হুযূর সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ইনি যা বলেছেন সত্য কথা বলেছেন। সমগ্র মানব জাতি যদি এটি মেনে চলে তাহলে সারা পৃথিবীতে শান্তি ছড়িয়ে পড়বে।

ফ্রান্সের একজন নতুন বয়াতকারী হানলী ইনফান সাহেব উমরোজ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী। তিন সপ্তাহ পূর্বেই তিনি বয়াত করেছেন। তিনি বলেন, আমি মুসলমান ছিলাম কিন্তু অবিচলতা ছিল না। গতকাল খলীফাতুল মসীহ্‌র পিছনে জুমুআ পড়ে আমি অনেক উপভোগ করেছি। জীবনে প্রথমবার নামাযে চোখের পানি ঝরেছে।

এডগ্রোস নামের এক ছাত্র বলেন, এখানে আসার পূর্বে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রভাবে ইসলাম সম্পর্কে আমার মাথায় অনেক ভ্রান্ত ধারণা ছিলো। কিন্তু এখানে বক্তৃতা এবং জলসার অনুষ্ঠান শুনে সবকিছু ভিন্ন পেয়েছি। মানুষের আচার-আচরণ অত্যন্ত ইতিবাচক পেয়েছি। আজকে প্রকৃত ইসলাম আমি আপনাদের মাঝে দেখতে পাচ্ছি। একইভাবে আরও অনেকের অভিব্যক্তি এবং মতামত রয়েছে।

লিথুনিয়া থেকে আগত এক উকিল বলেন, জলসায় অংশগ্রহণ করে আমি সত্যিই প্রভাবিত হয়েছি। আমি আপনাদের খলীফার বক্তৃতা শুনেছি। ইসলাম সম্পর্কে এটি আমার নতুন অভিজ্ঞতা। এখানে এসে আমার ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার জ্ঞান অর্জন হয়েছে।

বসনিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত এক ব্যক্তি বলেন, খলীফাতুল মসীহ্ এক জীবন্ত খোদার ধারণা তুলে ধরেছেন। এখন একমাত্র জামাতে আহমদীয়াই সেই জামাত যা দাবী করে এবং দেখায় যে, খোদা তা'লা আজও জীবিত।

অপর এক ব্যক্তি আছেন যিনি জার্মানী ও বেলজিয়ামের বর্ডার বা সীমান্তে থাকেন। তিনি পূর্ব থেকেই মুসলমান। তিনি বলেন, জার্মানীর জলসায় যোগদানের পূর্বে ধর্ম এবং জামাতকে সিরিয়াসলি নিতাম না কিন্তু জলসায় অংশগ্রহণের পর আমার আবেগ অনুভূতির সম্পূর্ণ অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যায়।

এরপর আব্দুল্লাহ্ সাহেব যিনি একজন সিরিয়ান তার পিতা কয়েক বছর পূর্বে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন। তিনি তার পিতার সাথে রাশিয়ায় থাকতেন কিন্তু এখন পড়ালেখার উদ্দেশ্যে হল্যান্ডে অবস্থান করছেন। তিনি তার পিতার মাধ্যমে তবলীগ তো পেয়েছেন কিন্তু তখনও বয়াত করেননি। জলসায় অংশগ্রহণের পর তিনি বলেন, আমি বয়াত করতে চাই কেননা আল্লাহ্ তা'লা আমাকে নিদর্শন দেখিয়েছেন এবং বলেন, রাতে খোদা তা'লার কাছে বিগলিত চিত্তে আকুতি মিনতির সাথে দোয়া করি এবং রাতে যখন ঘুমিয়ে পড়ি তখন স্বপ্নে দেখেছি বড় দেয়ালে উজ্জ্বল অক্ষরে আল-আহমদীয়া লেখা আছে এবং তা থেকে আলো প্রস্ফুটিত হচ্ছে। একই ভাবে জার্মানদের উদ্দেশ্যে আমি যখন বক্তব্য রাখছিলাম সেই বক্তৃতা চলাকালেই তিনি বলেন, আমি নিদর্শন চেয়েছি আর সেই বক্তৃতা চলাকালেই আমার হৃদয়ে বাসনা জাগে যে, হায়! আমি যদি এখন খলীফাতুল মসীহ্‌র সান্নিধ্যে তাঁর পাশে দাঁড়ানোর সুযোগ পেতাম। তিনি বলেন, কিছুক্ষনপর আমার এমন মনে হয় যেন এক মুহূর্তের জন্য আমার ওপর তন্দ্রা ছেয়ে যায়। আমি দেখলাম যে, আমি স্টেজে খলীফাতুল মসীহ্‌র পাশে দাঁড়িয়ে আছি। এরপর আমার সামনে সত্য স্পষ্ট হয়ে যায়। তাই তিনি বয়াত করেন।

অনুরূপভাবে আলজেরিয়ার এক বন্ধু বলেন, প্রত্যেকবার জলসায় যোগদান আমার ঈমানে অশেষ উন্নতির কারণ হয় আর প্রত্যেকবার খোদা তা'লার অশেষ সাহায্যের দৃষ্টান্ত দেখি। জলসায় আমার অনুভব হয় যে, আমি যেন জান্নাতে আছি। এখানে ভাষা, স্বভাব এবং জাতিগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও চতুর্দিকে সালামের ধ্বনি তাহিয়্যাতুহুম ফীহা সালামা-কে স্বরণ করায়।

ইতালি থেকে আগত এক খ্রীষ্টান অতিথি বলেন, ইতালির একটি সংগঠন রিলিজিয়ন ফর পীস-এর তিনি জেনারেল সেক্রেটারি। ভ্যাটিকান সিটিতে তার গভীর প্রভাব রয়েছে। ইতালি গিয়ে তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন। তার নিজস্ব ম্যাগাজিন আছে যার সহস্র সহস্র পাঠক রয়েছে। তিনি বলেন, প্রবন্ধে আমি লিখেছি, আমাকে স্বীকার করতে হবে যে, জলসা সালানার দৃশ্য সত্যিই আশ্চর্যজনক ছিল।

একজন সিরিয়ান ডাক্তার যিনি জলসায় যোগ দিয়েছিলেন তিনি বলেন, এমন সুশৃঙ্খল সংগঠন আমার সারা জীবনেও কোথাও দেখিনি। আমরা ৬ জনকেও সামলাতে পারি না কিন্তু এখানে ৪০ হাজারের মত মানুষ সমবেত আর কোন হুড়োহুড়ি বা ধাক্কাধাক্কি নেই। আমি আন্তরিকভাবে হযরত মির্যা সাহেব এবং আপনাদের খলীফাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করি। তিনি বলেন, আমি বারাহীনে আহ্‌মদীয়া পুরোটা পড়েছি। আল্লাহ্ তা'লার কসম উনবিংশ শতাব্দিতে ইসলামের প্রতিরক্ষায় এমন কোন পুস্তক লেখা হয়নি। আরবেও নয় আর অন্য কোন দেশেও নয়। আল্লাহ্ তা'লা তার বক্ষ উন্মোচিত করুন আর সত্য গ্রহণের তৌফিক দিন।

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় অসাধারণ প্রভাব পড়ে আমি খুব অল্পই বর্ণনা করেছি। আর যা বলেছি তাও সারাংশ বা সারসংক্ষেপ স্বরূপ তুলে ধরেছি। জলসার কল্যাণ এবং আশীষ অসাধারণ হয়ে থাকে। কিছু কথা যা মনযোগ দেয়ার দাবী রাখে সেদিকে অতিথীরা লজ্জাবোধের কারণে মনযোগ আকর্ষন করেন না। কিন্তু এখানে দুইজন মহিলা এমনও ছিলেন যাদের একজন ছিলেন আলবেনিয়ান যিনি এই বিষয়ে মনযোগ আকর্ষন করেছেন যে, মহিলাদের মাঝে আমি দেখেছি যে, তরকারি এবং রুটি অনেক বেশী নষ্ট হচ্ছিল। তো বহু গুণের পাশাপাশি এই দুর্বলতা গুলোকেও দূরীভূত করার চেষ্টা করা উচিত। তাই জার্মানীর ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে লাজনাদের মনযোগ আকর্ষন করা অব্যাহত রাখা উচিত। যারা খায় তাদেরকে বলুন যে, তরকারি এবং রুটি যেন নষ্ট না করে।

অনুরূপভাবে মেসিডোনিয়া থেকে আগত এক মহিলা আবাসস্থল সম্পর্কে বলেন যে, সেটি অনেক দূরে ছিল। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আসতে হতো। আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। জার্মানীর ব্যবস্থাপকদের উচিত হবে কাছাকাছি কোন আবাসনের ব্যবস্থা করা।

অনুরূপভাবে জলসা সালানার অফীসারও কিছু কথা নোট করেছেন আর নিজেদের দোষ ত্রুটি নিজেরাই নোট করা আসলে উন্নতির দিকে নিয়ে যায়। এদিকেও ভবিষ্যতে দৃষ্টি দেয়া উচিত। একটি হলো মানুষের আবর্জনা ছড়ানো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যপারে সাবধান না থাকা, এ দিকে মনযোগ দেয়া উচিত। পরিচ্ছন্নতার প্রতি সবার পরস্পরের মনযোগ আকর্ষন করা উচিত। খাবার সর্ম্পকে অনেকেই বলেছেন যে, অতিথি শালায় এক ধরণের খাবারই রান্না করা যেতে পারে। কেউ কেউ আপত্তি করেছেন যে, পাসতা ইত্যাদি নেই যা থাকা উচিৎ। এখানে মূলত আধ্যাত্মিক খাবার খাওয়ার জন্যই আহমদীরা আসে। তাই আহমদীদের এমন কথা বলা উচিত নয়। যে খাবারই পাওয়া যায় তা খেয়ে নেয়া উচিত। আর এভাবেই হবে এবং এক খাবারই রান্না হবে।

অনেক সময় অনেক কর্মী কোন কোন বিষয়ে কঠোর মূর্তি ধারণ করেন যার ফলে মানুষের কষ্ট হয়। কারো যদি সত্যিই কোন প্রয়োজন থাকে আর তা যদি বৈধ প্রয়োজন হয় তাহলে নিয়ম বহিঃর্ভূত ভাবেও যদি তার চাহিদা পূরণ করা যেতে পারে তাহলে তা করা উচিত। কর্মীদের সহজসাধ্যতা, সাচ্ছন্দ্য এবং কোমলতাপূর্ণ আচরণ করা উচিত।

যাহোক সামগ্রিকভাবে এবারের জলসা সালানার ব্যবস্থাপনা খুবই উন্নত ছিল। অফিসার জলসা সালানা এবং তার টিম বিগত বছর গুলোর তুলনায় অনেক ভাল কাজ করেছেন। বড় ব্যবস্থাপনায় ছোট ছোট ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকেই যায়। সেগুলোর ওপর দৃষ্টি রাখুন। ভবিষ্যতে ইনশাআল্লাহ্ আরও উন্নত হবে।

আল্লাহ্ তা'লা সকল কর্মীদের প্রতিদান দিন। তারা বড় কষ্ট করে কাজ করেছেন। যদিও আশাতীত সংখ্যায় মেহমান এসেছেন। তাদের জন্য বিছানার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এক রাতে সমস্যা দেখা দিয়েছিল কিন্তু পরবর্তী দিন খুব সুন্দরভাবে এর সমাধান করা হয়। এছাড়া গত বছর সাউন্ড সিস্টেমের যে সমস্ত দুর্বলতা বা ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল তাও আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এবার দূর হয়েছে। তো যাহোক আমি যেভাবে কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকি তাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সুতরাং জলসা সালানা যেখানে নিজেদের জন্য আধ্যাত্মিক এবং তরবিয়তী উন্নতির কারণ হয় যা জামাতের বন্ধুরা এবং মহিলারা নিজেদের পত্রে আমাকে অবহিত করেন সেখানে অ-আহমদীদের সামনেও ইসলামের সত্যিকার চিত্র তুলে ধরার কারণ হয়ে থাকে আর এই কারণে বয়াতও হয়। ব্যবস্থাপকদের জানামতে অনেক এমন মানুষ যারা পূর্বে বয়াতের জন্য প্রস্তুত ছিল না তারা আমার সাথে সাক্ষাত এবং কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পর বয়াতের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। সুতরাং মানুষ খোদার কোন কোন কৃপা এবং অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, কোন নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে পারে যা খোদা তা'লা আমাদের ওপর বর্ষণ করছেন। আল্লাহ্ তা'লা করুন এখন জামাতগুলো যেন এই ফযল বৃথা যেতে না দেয় আর যারা নতুন বয়াত করেছে তাদেরকেও সঠিকভাবে নিজেদের অন্তর্ভূক্ত করতে পারে আর জলসার এই বরকত ও কল্যাণের গন্ডি ক্রমশঃ বিস্তৃত হোক। আল্লাহ্ তা'লা জামাতের সকল সভ্য ও সদস্য যারা জলসায় অংশ গ্রহণ করেছে তাদেরকে এই কল্যাণরাজী থেকে স্থায়ীভাবে লাভবান হওয়ার তৌফিক দিন আর আমাদের সবাইকে সত্যিকার কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত করুন।

খোতবা জুমার শেষে হুজুর (আইঃ) মোকাররমা রশিদা বেগম সাহেবার গায়েবী জানাযার ঘোষণা করেন। যিনি কাদিয়ানের মরহুম দরবেশ মুহাম্মদ দ্বীন বদর সাহেবের প্রয়াত স্ত্রী। তিনি ২০১৫ সনের ১লা জুন তারিখে ৭৭ বছর বয়সে আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছানুযায়ী ইহধাম ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিওন।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar, Bangla (12th June 2015)

BOOK POST (PRINTED MATTER)

TO .....

.....

.....

From : Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B